কুমারখালীতে তালাক দেওয়া পুত্রবধূকে ঘরে আনায় হামলা, শাশুড়ির মৃত্যু

কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে তালাক দেওয়া পুত্রবধূকে পুনরায় ঘরে তোলা নিয়ে বিরোধের জেরে ভাতিজাদের হামলায় আহত ফুফু রাবেয়া খাতুন (৩৯) মারা গেছেন।

গতকাল শনিবার দুপুরে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।

নিহত রাবেয়া খাতুন উপজেলার শিলাইদহ ইউনিয়নের মাজগ্রাম এলাকার ভ্যানচালক মকছেদ আলীর স্ত্রী। স্বজনদের অভিযোগ, তালাক দেওয়া পুত্রবধূকে পুনরায় বাড়িতে ফিরিয়ে আনায় ক্ষুব্ধ হয়ে আপন ভাতিজা শরিফ হোসেন, রাকিবুল ইসলাম ও আসাদুল হোসেনসহ তাঁদের সহযোগীরা রাবেয়াকে দেশীয় অস্ত্র দিয়ে পিটিয়ে ও কুপিয়ে আহত করেন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, প্রায় তিন মাস আগে পারিবারিক কলহের জেরে রাবেয়ার বড় ছেলে সুমনের স্ত্রী বৃষ্টি খাতুনকে তালাক দেওয়া হয়। তবে গত ৪ আগস্ট পারিবারিকভাবে পুনরায় তাঁদের বিয়ে দিয়ে পুত্রবধূকে ঘরে ফিরিয়ে আনেন রাবেয়া। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে ওই দিন সন্ধ্যায় অভিযুক্তরা রড, চাপাতি ও হাতুড়িসহ দেশীয় অস্ত্র নিয়ে রাবেয়ার বাড়িতে হামলা চালান।

সংঘর্ষে মাথায় গুরুতর আঘাত পেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়লে রাবেয়াকে প্রথমে কুষ্টিয়া সদর হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে চার দিন চিকিৎসাধীন থাকার পর শনিবার তাঁর মৃত্যু হয়।

পুত্রবধূ বৃষ্টি খাতুন বলেন, ‘আমার স্বামী ও শাশুড়ি পুনরায় বিয়ে দিয়ে আমাকে বাড়িতে নিয়ে আসেন। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে শরিফ ও রাকিবুলরা এসে ঝগড়া শুরু করেন এবং একপর্যায়ে সবাইকে মারধর করেন। তারা আমার শাশুড়িকে মাথায় আঘাত করেছিলেন।’

ঘটনার পর থেকে অভিযুক্ত ভাতিজারা আত্মগোপনে রয়েছেন। তাঁদের স্ত্রীরা অভিযোগ অস্বীকার করে দাবি করেছেন, সংঘর্ষের সময় কে

কাকে আঘাত করেছেন, তা তাঁরা জানেন না।

কুমারখালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জামাল উদ্দিন বলেন, তালাক দেওয়া পুত্রবধূকে ফিরিয়ে আনা নিয়ে দুই পরিবারের মধ্যে সংঘর্ষে আহত এক নারী চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন। এ ঘটনায় নিহতের ভাই বাদী হয়ে পাঁচজনের নাম উল্লেখ করে থানায় মামলা করেছেন। আসামিদের গ্রেপ্তারে পুলিশের অভিযান চলছে।

দামুড়হুদায় পুত্রবধূকে ধর্ষণের অভিযোগে শ্বশুর গ্রেপ্তার

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলায় পুত্রবধূকে ধর্ষণের অভিযোগে ওমর আলী (৫৯) নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশ। তিনি উপজেলার নতিপোতা গ্রামের নুহু নবী শেখের ছেলে।

পুলিশ ও ভুক্তভোগীর পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, গত ২০ মে সকাল সাড়ে ৬টার দিকে ভুক্তভোগী তার শিশু সন্তানকে নিতে শ্বশুর ওমর আলীর ঘরে যান। অভিযোগ রয়েছে, এ সময় ওমর আলী তার মুখ চেপে ধরে জোরপূর্বক ধর্ষণ করেন। ঘটনার পর ভুক্তভোগী পরিবারের সদস্যদের কাছে বিচার প্রার্থনা করলেও কোনো সুরাহা না পেয়ে গত ২১ মে তিনি বাবার বাড়ি রংপুরে চলে যান। পরদিন ২২ মে শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতার কারণে তিনি রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হন।

দীর্ঘ ১৫ দিন পর বুধবার দিবাগত রাতে ভুক্তভোগী শ্বশুর ওমর আলীর নাম উল্লেখ করে দামুড়হুদা মডেল থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। মামলার পরপরই পুলিশ অভিযান চালিয়ে গতকাল বৃহস্পতিবার ভোর ৪টার দিকে অভিযুক্তকে তার নিজ বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করে।

দামুড়হুদা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেজবাহ উদ্দিন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, এ ঘটনায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে। গ্রেপ্তারকৃত আসামিকে গতকালই চুয়াডাঙ্গার বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

ঝিনাইদহে পুত্রবধূকে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ, শ্বশুর আটক

ঝিনাইদহের শৈলকূপায় শ্বশুরের ধারালো বটির আঘাতে লিমা বেগম (২৯) নামের এক পুত্রবধুর মৃত্যু হয়েছে। লিমা বেগম আব্দুর রবের স্ত্রী এবং মুকুল শেকের পুত্রবধু।

আজ রোববার ভোর ৫টার দিকে উপজেলার মনোহরপুর ইউনিয়নের পাইকপাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় অভিযুক্ত শ্বশুর মানসিক প্রতিবন্ধী মুকুল শেখকে আটক করেছে পুলিশ। মরদেহটি উদ্ধার করে প্রথমে শৈলকূপা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পরে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

স্থানীয়দের কাছ থেকে জানা যায়, ভোর ৫টার দিকে ঘুম ভাঙ্গলে নিজ ঘর থেকে বাড়ির উঠানে যান লিমা বেগম। তখন উঠানে দাঁড়িয়ে থাকা মুকুল শেখ তার হাতে থাকা বটি দিয়ে ছেলের স্ত্রীর শরীরে আঘাত করেন। সেসময় চিৎকারে অন্যরা ছুটে এসে তাকে উদ্ধার করে শৈলকূপা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

শৈলকূপা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. আরিফুর রহমান জানান, ওই গৃহবধূকে আমরা মৃত অবস্থাতেই পেয়েছি। তার বুকের উপরের অংশে ধারালো অস্ত্রের আঘাত ছিল। ধারণা করা হচ্ছে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের ফলে এবং তীব্র আঘাতে অঙ্গ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে তার মৃত্যু হয়েছে।

শৈলকূপা থানার উপ-পরিদর্শক আব্দুল মান্নান বলেন, এ ঘটনায় মুকুল শেখকে আটক করা হয়েছে। মরদেহের সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরির পর মর্গে পাঠানো হয়েছে। মুকুল শেখ মানসিক ভারসাম্যহীন বলেও অনেকে জানিয়েছে।

আলমডাঙ্গায় তুচ্ছ ঘটনায় শাশুড়িকে কুপিয়েছে পুত্রবধূ ইয়াসমিন

আলমডাঙ্গায় তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে শিপালী খাতুন (৪৮) নামের এক নারীকে কুপিয়েছে তারই পুত্রবধূ ইয়াসমিন।

গতকাল শনিবার আলমডাঙ্গা উপজেলার চিৎলা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। আহত শিপালী খাতুন একই গ্রামের বউবাজার পাড়ার ইয়াকুব আলীর স্ত্রী।

জানা গেছে, সাংসারিক টুকিটাকি কাজ নিয়ে পুত্রবধূ-শাশুড়ির মধ্যে মনোমালিন্য হওয়ায় সকালে বটি দিয়ে শাশুড়ীকে কুপিয়েছে পুত্রবধূ। পরে স্থানীয়দের সহযোগিতায় শেফালীকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. ওয়াহেদ মাহমুদ রবিন বলেন, শিপালী খাতুনের মাথায় চারটি সেলাই দেয়া হয়েছে। প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে ভর্তি করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় দুই পুত্রবধূর বিরুদ্ধে শাশুড়ি হত্যার অভিযোগ

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার রায়সা গ্রামে শাশুড়ির মাথায় আঘাত করে হত্যার অভিযোগ উঠেছে দুই পুত্রবধূর বিরুদ্ধে। নিহত সফুরা খাতুন (৬৫) রায়সা গ্রামের মৃত হবিবর রহমানের স্ত্রী।

গত সোমবার রাতে এ হত্যার ঘটনা ঘটে। হত্যার অভিযোগে পুত্রবধূ রিজিয়া খাতুন ও রেশমা খাতুনকে আটক করেছে পুলিশ।

এলাকাবাসী জানায়, বরাবরই দুই পুত্রবধূ তাদের শাশুড়িকে নানাভাবে নির্যাতন করতো। সোমবার রাতে কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে বড় পুত্রবধূ রিজিয়া খাতুন রুটি তৈরির বেলুন দিয়ে শাশুড়ির মাথায় আঘাত করলে প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়। এসময় পুত্রবধূরা গ্রামে প্রচার করে তাদের শাশুড়ি ঘরে উঠতে গিয়ে পা পিছলে পড়ে মারা গেছেন।

তাকে গোপনে দাফনের চেষ্টা করা হলে প্রতিবেশীরা পুলিশে খবর দেয়। সকালে লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। একই সঙ্গে পুত্রবধূ রিজিয়া খাতুন ও রেশমা খাতুনকে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ আটক করেছে।

মঙ্গলবার দুপুরে ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যান চুয়াডাঙ্গার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) মো. কলিমুল্লাহ।

তিনি বলেন, ‘প্রাথমিকভাবে মনে হচ্ছে বৃদ্ধা সফুরা খাতুনকে পুত্রবধূরা হত্যা করেছে। তাদের আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। লাশ উদ্ধার করে মর্গে পাঠানো হয়েছে। পুলিশি তদন্তও শুরু হয়েছে। তবে ময়নাতদন্ত প্রতিবেদন হাতে পেলেই বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া যাবে।’